০৫-০২-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পাঁচ বিকার রূপী রাবণের কারণেই এই সময় সকলেই সুখ সম্পত্তির জন্য দেউলিয়া, তোমরা এখন এই রাবণ রূপী শত্রুকে জয় করে জগৎজিত হতে চলেছো"

প্রশ্ন :- ড্রামার কোন রহস্যকে জানার কারণে বাচ্চারা তোমাদের চিন্তা অনেক উচ্চ থাকে ?

উত্তর :- তোমরা জানো যে এই নাটকের নিয়ম অনুসারে অটোমেটিক প্রভাব হতে থাকবে । তখন ভক্তদের ভিড় শুরু হয়ে যাবে, সেবা হতে পারবে না । ২) বাবার বাচ্চারা যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা বেড়িয়ে আসবে তাই তোমাদের চিন্তাভাবনা অনেক উচ্চ থাকে যে কোথা থেকে কে বেড়িয়ে আসে যে বাচ্চা হয়ে বেহদের বাবার আশীর্বাদী বর্সা গ্রহণ করে । তোমাদের এই খেয়াল থাকে না যে এমন কেউ যেন আসে যে টাকা দিতে পারে । কিন্তু তোমরা এই চিন্তাই করো যে শিব বাবা যা পড়াচ্ছেন তাতে যেন নিশ্চয়তা আসে আর তারা যেন বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা গ্রহণে তৎপর হয় ।

গীত :- মা - বাবার শুভ কামনা গ্রহণ করো .....

ওম শান্তি । সেবাকে সার্ভিসও বলা হয় । প্রথমে মাতা - পিতা সেবা করতেন । এখন দেখো, প্রত্যক্ষভাবে তো করছেন । এখন থেকেই সমস্ত কায়দাকানুন পরমপিতা পরমাত্মা এসেই স্থাপন করেন । তোমরা বাচ্চারা আসো, মাম্মা - বাবা বলে ডাকো, তো মাম্মা - বাবাও তোমাদের সেবা করেন । হদের মা - বাবাও বাচ্চাদের সেবা করেন । মা, বাবা, গুরু সবাই লৌকিক আর ইনি হলেন পারলৌকিক । লৌকিককে তো সবাই জানে, বরাবর বাবা জন্ম দেন । টিচার পড়ান অর্থাৎ শিক্ষা দেন । এরপর বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরু করা হয় । এইসব নিয়মকানুন কবে থেকে শুরু হয়েছে ? এখন থেকেই এইসব আরম্ভ হয় । এই সময়ই সত্গুরু আসেন, তিনি বোঝান আমিই তোমাদের বাবা, টিচার এবং সত্গুরুও আমি । তোমরা তো বাবার বাচ্চা হয়েছো । টিচার রূপে এনার থেকেই শিক্ষা পাচ্ছো । অন্তিম সময়ে সত্গুরু হয়ে তোমাদের সত্যখণ্ডে নিয়ে যাবে । তিনটি কাজই তিনি প্রত্যক্ষভাবে করেন । তোমরা বাচ্চারা মা - বাবা বলো, বাবাও তা স্বীকার করেন । এ তো তোমরা জানো সব বাচ্চারা একরকম সুপুত্র হতে পারবে না । এখানেও বেহদের বাবা বলেন - সমস্ত বাচ্চারা সুপুত্র নয় । এ তো তোমরাও জানো । এখন হলো রাবণ রাজ্য । এ কোনো বিদ্বান, পণ্ডিত আদি জানে না । যখন কেউ আসে তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত, তুমি কি চাও ? কেউ আবার শান্তি চায় তাই গুরু খুঁজতে থাকে । সত্যযুগে তো কেউ গুরু ইত্যাদি খুঁজবে না কারণ সেখানে কোনো দুঃখ নেই । সেখানে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তুও নেই । এখানে তো কোনো না কোনো বস্তুর কামনা নিয়েই গুরুর কাছে যায় । কোথাও যদি শোনে যে কারোর মনোকামনা পূরণ হয়েছে তাহলে তার পিছনেই দৌড়তে থাকে । সন্ন্যাসীরা তো পবিত্র থাকে তাই তাদের মহিমার বৃদ্ধি হয় । অনেক শিষ্য হয় তাঁদের । বিবেকও এই কথা বলে যে যারা পবিত্র থাকবে, বাবাকে অবশ্যই তাদের মহিমা করাতে হবে । তোমরা পবিত্র হও, তখন তোমাদের কতো মহিমা হয় । তোমাদের দিয়ে মানুষের ২১ জন্মের কল্যাণ হয়ে যায় । ২১ জন্মের জন্য সর্ব মনোকামনার পূরণ হয়ে যায় । এও তোমরা জানো যে দুনিয়াতে কেউই জানে না যে পরমাত্মা কখন আসেন, জগদম্বা কে, যাঁর দ্বারা আমাদের সকল মনোকামনার পূরণ হয়ে যায় । এখন সকলেই ঘোর অন্ধকারে আছে । যথা রাজা রাণী তথা প্রজা .....প্রথমে এই অন্ধকার কম থাকে তারপর কলিযুগে

ঘোর অন্ধকার হয় । মায়ার রাজ্যকেই ঘোর অন্ধকার বলা হয় । বাবা বলেন ভারতের বড় থেকেও অতি বড় শত্রু হলো মায়া রূপী পাঁচ বিকার । তোমরা জানো যে এই মায়া রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলো, নিজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলো । বাবা আসেনই এই বড়র থেকেও বড় এই শত্রুর থেকে উদ্ধার করতে । এও কেউ জানে না যে ভারত যে এত সম্পদে পূর্ণ ছিলো, তাকে এমন কাঙ্গাল কে বানিয়েছে ? এই রাবণই বড় শত্রু । এই রাবণের প্রবেশের কারণেই ভারতের এই হাল হয়েছে । এমন তো বলা হয়, তোমার মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে । কিন্তু মানুষ বুঝতেই পারে না যে পাঁচ বিকারকে ভূত বলা হয় । এই ভূত বা রাবণই হলো সবথেকে বড় শত্রু । এমন নয় যে মুসলমান বা খৃষ্টানরা ভারতকে কাঙ্গাল বানিয়েছে । তা নয়, সবাইকে সুখ, সম্পত্তির দেউলিয়া রাবণ করেছে । এই কথা কেউই জানে না । এখন সন্ন্যাস ধর্মের ১৫০০ বছর হয়েছে । তাদের সংখ্যাই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন জর্জরিভূত অবস্থা হয়েছে । তোমাদের তো এখন সতোপ্রধান নতুন ঝাড় ।

এখন তোমরা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করছো । গীতায় রাবণের কোনো নাম নেই । ওরা আবার হিংসক যুদ্ধের নাম দিয়ে দিয়েছে । বাবা বলেন, তোমরা এই পাঁচ বিকার রূপী রাবণকে জয় করতে পারলেই জগতজিৎ হতে পারবে । অন্য সব ধর্মকেই ফিরে যেতে হবে কেননা সত্যযুগে থাকবে এক ধর্ম, এক রাজ্য । তাই যারা আগের কল্পে জন্ম নিয়েছিলো, যারা সূর্যবংশী হয়েছিলো, তারাই সতোপ্রধান এক নম্বর হয়ে রাজত্ব করবে । সত্যযুগে ছিলো এক ধর্ম । তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তো অনেক বৃদ্ধি হয়ে গেছে । অন্য ধর্মেও যেমন অনেক প্রকারের বৃদ্ধি হয়ে গেছে । তেমন এখানে ব্রহ্ম সমাজী, আর্য সমাজী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি কতো আছের এও এক আশ্চর্য । এ তো সবাই ভারতবাসী, সকলেই এই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের । সৃষ্টিচক্রের ঝাড় ওপর থেকেই তো চলে আসে । ভারত হলো সত্যখণ্ড, যেখানে বাবা এসে দেবী - দেবতা ধর্মে ট্রান্সফার করেন । এ তো তোমরা জানো । প্রথমে সাত দিন ভাট্টিতে রেখে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাতে হয় । সন্ন্যাসীদের তো বৈরাগ্য আসে ফলে তাঁরা জঙ্গলে চলে যায় । তাঁদের পথই আলাদা । তাঁরা ঘর - বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায় । তাঁদের কোনো অসুবিধা নেই । হ্যাঁ, মনে তো সঙ্কল্প আসেই । কাম বিকার থেকে তো মুক্ত হয়েই যায় তারা । বাকি ক্রোধ আসে কিন্তু তাতেও সেই নম্বরের অনুপাতই থাকে । কেউ উত্তম, কেউ মধ্যম, কেউ কনিষ্ঠ, কেউ তো একদম নোংরাও হয় । সত্যযুগে যদিও সবাই সুখী, সবই থাকে সেখানের কিন্তু নম্বর অনুসারে পদ তো হয় । সূর্যবংশী রাজা - রাণী, প্রজা, চন্দ্রবংশী রাজা - রানী, প্রজা ..... উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ, সবধরণেরই তো থাকে । এ সব ধর্মেই হয় । তাই বাবা সব রহস্য বসে বুঝিয়ে বলেন । এই মার্গে অসুবিধা অনেক, সন্ন্যাস মার্গে এত অসুবিধা নেই । তাঁদের তো বৈরাগ্য আসে, সন্ন্যাস নেন, এতেই সব শেষ । কেউ কেউ আবার ফেল করে যায় । বাকি যারা পাকা হয়ে যায়, তাঁদের ফিরে আসা মুশকিল হয় । এখানে তো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকা । বাবা বোঝান, বাহাদুর তারাই যারা দুজনে একত্রে থাকবে, মাঝে জ্ঞান -যোগের তলোয়ার থাকবে । এমন এক কাহিনীও আছে যে .....ঘড়া ভরে মাথার উপর রাখো কিন্তু তোমার অঙ্গ যেন আমার অঙ্গে না লাগে অর্থাৎ বিকারের ভাবনা যেন না থাকে । ওরা তো শরীর ভেবে নিয়েছে । সমস্ত কথাই হলো বিকারের অর্থাৎ নগ্ন হওয়া যাবে না । কাম অগ্নিতে জ্বলবে না । লক্ষ্য যখন বড় তখন প্রাপ্তিও অনেক থাকে । সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাঁদেরও কতো প্রাপ্তি হয় । বড় বড় মহামন্ডলেশ্বর হয়ে বসে আছে, বড় মহলে থাকে । অনেক মানুষ গিয়ে টাকা -পয়সা দেয় । চরণ ধুয়ে পান করে । তাঁদের অনেক মহিমা হয় । কিন্তু এক নম্বর মহিমা তো ঈশ্বরের । তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । সেখানে মায়ার কোনো নাম - নিশানা থাকে না । সন্ন্যাসীরাও এই কথা বুঝতে পারে না যে মায়াই হলো পাঁচ বিকার,তাঁরা কেবল

পবিত্র থাকে । ড্রামাতে তাঁদের এই পার্ট । তাঁদের হলো হঠযোগ সন্ন্যাস । তোমাদের হলো রাজযোগ সন্ন্যাস । তাঁরা তো রাজযোগ শেখাতে পারেন না । উনি হলেন শঙ্করাচার্য আর ইনি হলেন শিবাচার্য । তোমরাও এই পরিচয় দাও, আমাদের ভগবান এসে পড়ান । তিনি তো অবশ্যই স্বর্গের মালিক বানাবেন । নরকের মালিক তো তিনি বানাবেন না । তিনি তো স্বর্গেরই রচয়িতা । তাই গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকা -- এতেই যতো পরিশ্রম । কন্যাদের বিয়ে না করে থাকতে দেয় না । আগে বিকারের কারণে বিয়ে করতো । এখন সেই বিকারী বিয়ে বাতিল করে জ্ঞানের চিতায় বসে পবিত্র জোড়া হয় । তাই নিজেকে যাচাই করতে হয় যে, মায়া কোথাও চালিত করছে না তো ? মনে কোনো তুফান আসে না তো ? যদিও মনে সংকল্প আসে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম কখনো করো না । ভাই - বোন মনে করলে, জ্ঞান চিতায় থাকলে কাম - অগ্নি আসবে না । যদি এই আগুন লাগে তাহলে অধোগতি প্রাপ্ত হবে । এমনিতে তো সারা দুনিয়াই ভাই - বোন । কিন্তু যখন বাবা আসেন তখন আমরা তাঁর হয়ে যাই । এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী, তোমাদের স্মরণও এখানেই । অধরকুমারীদের মন্দিরও তো আছে । যারা কাম চিতা থেকে জ্ঞানের চিতায় বসে -- তাদের অধরকুমারী বলা হয় । তোমরা সন্ন্যাসীদেরও বুঝিয়ে বলতে পারো । বাকি কাউকে নিয়ে ফালতু ব্যস্ত হয়ো না । জিজ্ঞাসু পাত্র হলে, তারা তো একা এসেই প্রেমের সঙ্গে বুঝবে । কেউ আবার হাসি - মজা করার জন্যও আসে তাই নাড়ি দেখে ওষুধ দেওয়া উচিত । বাবা বলেন, পাত্র বুঝে দান করা উচিত ।

আজকালকার দুনিয়া খুব খারাপ । সন্ন্যাসীরা তো কৌপীন ধারণ করে আলাদা থাকে । কিছু না কিছু খাওয়া থাকার ব্যবস্থা তারা পেয়েও যায় । মজার সাথে তারা খাওয়া দাওয়া করে আনন্দে থাকে । আজকাল তো তাদেরই প্রভাব । তোমাদের মধ্যেও যারা ভালো সেবা করে,তাদের মহিমায় অন্য আরো অনেকেরই মহিমা হয় । যে বাচ্চারা ভালো সার্ভিস করে,তাদের দেখে সকলে বলবে এদের মা - বাবাও এমনই । পরিশ্রম তো অবশ্যই করতে হবে । সন্ন্যাসীদের তো ঘরে বসেই বৈরাগ্য এসে যায় তখন তারা হরিদ্বার চলে যায় । সেখানে কোনো গুরুও করে নেয় । এখানকার নিয়মই আলাদা । এখানকার বর্ণনা অন্য কোথাও নেই । গীতাকেই মিথ্যা করে দিয়েছে । এই প্রথম কথারই যদি উন্মোচন হয়ে যায় তবেই সমস্ত বিকেরা নামীদামী হয়ে যাবে । সবাই তোমাদের কাছে বলিহারি যাবে । প্রভাব তো বের হতেই হবে । এখন তো তোমাদের অনেককিছুর সামনা করতে হয় । প্রথমে তো ঘরেই শত্রু তৈরী হয় । এই ব্রহ্মা বাবারও তো কতো শত্রু ছিলো । কৃষ্ণের জন্যও তো বলা হয় -- গোপীরা তাঁর পিছনে দৌড়াতো । কতো কলঙ্ক তাঁর নামে লাগিয়ে দিয়েছে । এও নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । ড্রামা অনুসারে অটোমেটিকলি প্রভাব বেরোতে থাকবে । তখন ভক্তদের ভিড় হতে থাকবে । কিন্তু ভিড়ে তো সার্ভিস হতে পারবে না । সন্ন্যাসীদের কাছে ভিড় হলে তাঁরা খুশী হয় । এখানে তোমরা জানো যে কোটির মধ্যে কয়েকজনই বের হবে । সন্ন্যাসীরা তো এই মনে করে এদের মধ্যে কেউ অনুগত হলেতারা অর্থ সাহায্য করবে । তোমাদের এই চিন্তা চলতে থাকে যে, এদের মধ্যে কেউ বাবার বাচ্চা হয়ে বাবার আশীর্বাদী বর্সা গ্রহণ করুক । তাহলে এখানে কতো তফাত । তোমরা যখন ভাষন করো তা শুনে যে সব বাচ্চা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা চলে আসবে । কেউ আর্য সমাজ থেকে, কেউ বা অন্য কোথাও থেকে চলে আসবে । তাই যখন মানুষ জানতে পারে, আমাদের ধর্মের এরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কাছে চলে গেছে, তখন তারা মনে করে তাদের নাক কাটা গেছে । এতে বোঝানোর মতো অনেক যুক্তি চাই । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । কেউ তা লিখেও দিতে পারে । বরাবর শিব বাবাই পড়ান, তবুও কেউ কেউ তেমন খুশী হয় না কেননা

তাদের নিশ্চয়তা থাকে না । যদিও কোনো বাচ্চা লিখেও তা জানায় । কিন্তু বাবা লিখে দেন -- তোমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই । যদি তোমাদের নিশ্চয়তা থাকে যে আমাদের অতি প্রিয় বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছি তাহলে আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করবে না । বিবেক বলে যে, যারা গরীব তারা চট্ করে চলে আসবে । ধনী ব্যক্তি খুব অল্পই আসবে । সাধারণ মানুষ কিছু আসবে । যেই আসুক না কেন, বলবে এ হলো রাজযোগের পাঠশালা । যেমন ডাক্তারী যোগ ঠিক তেমন রাজযোগ, যাতে রাজার রাজা হতে হবে । আমাদের এম অবজেক্ট হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বাপদাদার স্মরণ আর ভালোবাসা । তারাই বাপদাদার মনে স্থান পেতে পারে যারা পুরুষার্থ করে অন্যদেরও নিজের সমান করে তুলতে পারে । বাকি বাবা তো সকলকেই ভালোবাসবেন । আচ্ছা - রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করবে না । জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারাই মনের তুফানের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

২) এমন সেবা করতে হবে যাতে মাতা-পিতার নাম উজ্জ্বল হয় । সবার শুভেচ্ছা পেতে থাকো ।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধির বলের আধারে পরমাত্ম পরশের অনুভবে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও

দিব্য বুদ্ধিকে বুদ্ধিবল বলা হয় । এই বুদ্ধিবলের দ্বারাই বাবার থেকে সর্বশক্তি ক্যাচ করে তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান হও । যেমন সাইন্স হলো বুদ্ধিবল কিন্তু তা হলো সাংসারিক বুদ্ধি, তাই তাই তারা এই সংসারের প্রতি বা প্রকৃতির প্রতিই চিন্তা করতে পারে । তোমাদের কাছে আছে দিব্য বুদ্ধির বল যা পরমাত্ম শক্তির প্রাপ্তি করায় । এই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা প্রতি কর্মে পরমাত্মার পবিত্র পরশের অনুভব করে সাফল্যের অনুভব করতে পারো । এই দিব্য বুদ্ধির বলেই মায়ার আঘাতকেও হারিয়ে দিতে পারো ।

স্লোগান :- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সবাইকে জ্ঞানের লাইট আর মাইট দেয় যারা তারাই প্রকৃত সেবাধারী ।